



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এ রিপোর্ট

মাইক্রোফ্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এবং
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড
এর সার্বিক কার্যক্রমের ওপর প্রণীত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ১০/২০২২



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এ রিপোর্ট

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এবং
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড
এর সার্বিক কার্যক্রমের ওপর প্রণীত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ১০/২০২২

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
০১	মুখবন্ধ	vii
অধ্যায়- ০১		
০২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি	০৩-০৭
০৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	০৯
০৪	শব্দ সংক্ষেপ	১১
অধ্যায়-০২		
০৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৫
০৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	২১-৩৬
দ্বিতীয় অংশ		
০৭	পরিশিষ্টসমূহ	৪১-৪৭

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর আওতাধীন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এর ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এবং দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৭টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সিনিয়র সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: ২৪/১২/২০২২ বঙ্গাব্দ
খ্রিস্টাব্দ


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

ଅଧ୍ୟାୟ-୦୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

এই রিপোর্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর আওতাধীন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এর ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এবং দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ বুকের ক্ষেত্রে চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মার্চ পর্যায়ের নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি : ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের মাধ্যমে দরিদ্র গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণে তথা টেকসই ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর আওতায় মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠা করে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক ইতোমধ্যে “মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০” প্রণয়ন, “আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪” প্রণয়ন, “ক্ষুদ্রঋণ তথ্য বিধিমালা, ২০২০” প্রণয়ন, ক্ষুদ্র ঋণের সার্ভিস চার্জের সর্বোচ্চ হার ২৪% (ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে) এ নির্ধারণ, গ্রাহকদের সঞ্চয়ের উপর ন্যূনতম ৬% হারে মুনাফা প্রদান, ঋণ বিতরণের সময় সকল ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচ বন্ধ করে ভর্তি ফরম, পাশ বই ইত্যাদি বাবদ সর্বোচ্চ ২৫ টাকা ফি নির্ধারণ, ই-রেগুলেটরী সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী বাস্তবায়ন করেছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর সার্বিক বিষয়াদি ও কার্যাবলী মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা-৫ অনুযায়ী ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা-৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদাধিকারবলে পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান; সরকার কর্তৃক মনোনীত ৬(ছয়) জন সরকারি কর্মকর্তা/ব্যক্তি; ১(এক) জন এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান যিনি পদাধিকারবলে পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সচিব।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড : ১০০ কোটি টাকার অনুমোদিত ও ৫০ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে “দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড” নামে এটি ২২ এপ্রিল ১৯৯২ তারিখে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম কোম্পানি আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিরাপত্তা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্য, ১৩০ মিলিয়ন জনসংখ্যার স্বার্থে বাংলাদেশে ১৯৮৮ সালে প্রথম নোট উৎপাদন শুরু করে। দেশে প্রচলিত সব মুদ্রা/ব্যাংক নোট, ডাক ও অ-ডাকটিকিট, বিচার ও নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, সরকারি চেক বইসহ চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন চেক বই, বিভিন্ন প্রিন্টিং এর নিরাপত্তা ডকুমেন্ট, ট্যাক্স লেবেল ইত্যাদি মুদ্রণ কাজ করে থাকে।

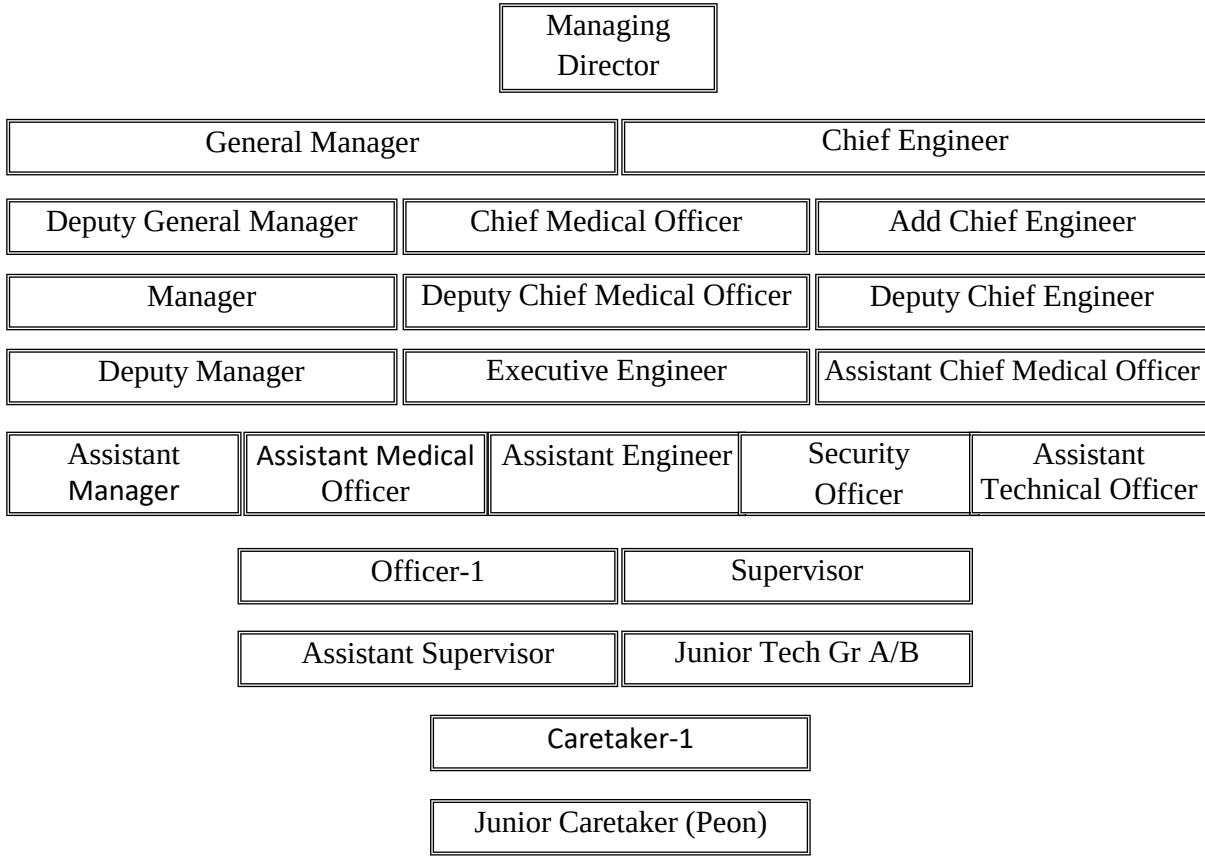
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড উচ্চ প্রযুক্তির মুদ্রণ কৌশল ব্যবহার করে ১৯৮৮ সাল থেকে দেশের সকল মূল্যমানের নোট এবং ১৯৮৯ সাল থেকে নিরাপত্তামূলক দলিলাদি যেমন স্ট্যাম্প, ব্যান্ড স্লিভ, ট্যাগ, সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্ট, ইনভেলপ, চেক, ডিডি, পে অর্ডার, এফডিআর, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড, গাড়ির স্টিকার, কুপন ও টিকিট, জিএসপি ফরম ইত্যাদি মুদ্রণে সক্ষমতার পরিচয় দিয়ে আসছে। কোম্পানিটি বর্তমানে দেশের চাহিদা পূরণ করে বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রিত নিরাপত্তা পণ্য রপ্তানি করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

মাইক্রোফ্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এর জনবলের সংক্ষিপ্তসার (Summery of Employees) :

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা
০১	এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান	০১	০১
০২	নির্বাহী পরিচালক	০২	০২
০৩	পরিচালক	০৫	০৩
০৪	সিস্টেম এনালিস্ট	০১	-
০৫	উপপরিচালক	১৫	১৫
০৬	প্রোগামার	০২	-
০৭	কম্পিউটার অপারেশন সুপারভাইজার	০১	-
০৮	মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	-
০৯	সিনিয়র সহকারী পরিচালক	২১	১৩
১০	সহকারী পরিচালক	৩৩	০৬
১১	সহকারী প্রোগামার	০২	-
১২	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০২	-
১৩	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	০১	-
১৪	উপ সহকারী পরিচালক	০৬	-
১৫	কম্পিউটার অপারেটর	০৩	-
১৬	অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	২৪	২৩
১৭	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০৫	-
১৮	ড্রাইভার	০১	০১
১৯	অফিস সহায়ক	০৯	০১
মোট =		১৩৫	৬৫

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর অর্গানোগ্রাম :



প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী :

মাইক্রোফ্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি : মাইক্রোফ্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) ক্ষুদ্রঋণ খাতের নিয়ন্ত্রকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সনদ প্রদান করে থাকে। ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়ক ও সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে সনদ প্রদানের পাশাপাশি বিধি-বিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন নির্দেশনা জারিসহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও মনিটরিং করে থাকে।

মাইক্রোফ্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মাইক্রোফ্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এবং মাইক্রোফ্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ অনুযায়ী পরিপালন হচ্ছে কিনা যাচাই করে।

মাইক্রোফ্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর নিয়মিত কার্যাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ হল :

- ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য বিধি-বিধান প্রণয়ন ও নির্দেশনা প্রদান;
- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাময়িক সনদপত্র প্রদান;
- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন;

- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অপ-সাইট সুপারভিশন ও মনিটরিং;
- প্রয়োজনে সনদ স্বীকৃত, বাতিল ও অন্যান্য আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের অনুমোদন প্রদান;
- ক্ষুদ্রঋণ খাত সংশ্লিষ্ট গবেষণা সম্পাদন ও প্রকাশনা প্রকাশ।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন : বাংলাদেশ ব্যাংক , সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ও সিডিউল ব্যাংক হতে প্রাপ্ত কার্যাদেশের ভিত্তিতে বিভিন্ন নিরাপত্তা সামগ্রী প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধানপূর্বক মুদ্রণ করে থাকে। বর্তমানে প্রচলিত কোম্পানির মুদ্রিত সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

- দেশের সকল কারেন্সী ও ব্যাংক নোট; বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড; সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র ও বন্ড; নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ও জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প; পোস্টাল স্ট্যাম্প; রাজস্ব স্ট্যাম্প ও ফরেন বিল স্ট্যাম্প; দলিল প্রমাণক স্ট্যাম্প; স্মারক ডাকটিকিট; এনভেলপ ও পোস্ট কার্ড; যানবাহন জরিমানা স্ট্যাম্প; বিড়ি ব্যান্ডরোল (ট্যাক্স লেবেল) এবং সিগারেট স্ট্যাম্প ও ব্যান্ড (ট্যাক্স লেবেল); বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেট; এমআইসিআর ও নন-এমআইসিআর চেক বই, ডিডি, পে-অর্ডার, এফডিআর, এসটিডিআর প্রভৃতি ফর্ম; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নিরাপত্তা স্টিকার; মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সার্টিফিকেট; বি.আই.ডব্লিউ.টি.এ এর কুপন ও টিকিট; সরকারি সমুদ্র পরিবহন অফিসের সিডিসি; পেট্রোবাংলার বিভিন্ন গ্যাস কোম্পানির সিকিউরিটি পেপার সীল; রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ইইউ কমপ্লায়েন্ট জিএসপির ফরম ও বিভিন্ন সার্টিফিকেট অব অরিজিন ফরম; বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ, ফাইটোসেনেটরী সার্টিফিকেট, সার ও সার জাতীয় পণ্যের নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইত্যাদি।

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এর ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাময়িক সনদপত্র প্রদান ও সনদ বাতিল; ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অপ-সাইট সুপারভিশন ও মনিটরিং কার্যক্রম; প্রয়োজনে সনদ স্বীকৃত, বাতিল ও অন্যান্য আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ কার্যক্রম; এমআরএ এর বাজেট এবং আয়ের খাত, প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-ব্যয় এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম (অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল নিয়োগ ও বেতন ভাতাদি প্রদান, অধিকাল ভাতা, প্রতিষ্ঠানের ক্রয়, টিএ/ডিএ বাবদ ব্যয়) ইত্যাদি কার্যক্রম অডিট করা হয়েছে।
- দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অনুমোদিত আর্থিক বিবরণী, বাজেট ও খাতওয়ারী আয়-ব্যয়, ক্রয় ও মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয়, বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি যাচাই ইত্যাদি কার্যক্রম অডিট করা হয়েছে।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

অডিটের বিষয়বস্তু :

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এবং দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর সার্বিক কার্যক্রমের কমপ্লায়েন্স অডিট।

অডিট কৌশল :

উপর্যুক্ত বিষয়ে সরকারি আইন-কানুন ও নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা এবং প্রযোজ্য বিধি-বিধান পরিপালন করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই এর জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে :

- নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ;
- নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, মানদণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- কেন্দ্রীয়ভাবে নিরীক্ষার কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও পর্যবেক্ষণ।

অডিট সময়কাল :

- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি : ২৪/০১/২০২১ খ্রি. হতে ১১/০২/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত।
- দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড : ০৯/০৩/২০২০ খ্রি. হতে ১৫/০৪/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এর ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এবং দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক এই অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

অডিটকালীন বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৭টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৭৫,৬৮,৭৬,৬৭৪ (পঁচাত্তর কোটি আটষট্টি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ছয়শত চুয়াত্তর) টাকা। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ লঙ্ঘন;
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ লঙ্ঘন;
- সনদ প্রদানের অনুমতি পত্রের ৭ নং শর্তের ব্যত্যয়;
- সাধারণ আদেশ নং- ০৬/মূসক/২০১৮ তারিখ জুন ০৭, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ এর অনুচ্ছেদ নং ২(১) এর ক্রমিক নং ৩৭ এর নির্দেশনা পরিপালন না করা;
- ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ২০ লঙ্ঘন;
- এফডিআর এর ১৯/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখের পত্রে নগদায়নের নির্দেশনা লঙ্ঘন;
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধি-২৩৪ (খ) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

১	MRA	Microcredit Regulatory Authority	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এর সংক্ষিপ্ত রূপ।
২	SPCBL	The Security Printing Corporation (Bangladesh) Limited	দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর সংক্ষিপ্ত রূপ।
৩	DPS	Deposit Pension Scheme	-
৪	FDR	Fixed Deposit Receipt	-
৫	VAT	Value Added Tax	মূল্য বা মূল্য সংযোজন কর এক ধরনের পরোক্ষ কর যা ভোক্তার নিকট হতে আদায়যোগ্য।
৬	WPPF	Workers Profit Participation Fund	-
৭	তারল্য ঝুঁকি	-	বিনিয়োগকারী যদি কেনো কারণে বন্ড, ডিবেঞ্চর ও শেয়ার সহজে ও যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বিক্রয় করে নগদায়ন করতে পারে না তখনই তারল্য ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।
৮	Net Profit	-	মোট মুনাফা থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়।

ଅଧ୍ୟାୟ-୦୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি		
১	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এবং সনদ প্রদানের অনুমতিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে অনিয়মিতভাবে আমানত ব্যক্তি হিসাবে জমাকরণ	১৮,৫০,০০,০০০
	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ লঙ্ঘন করে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বার্ষিক ফি ও ভ্যাট আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	২৯,৫৭,৫২৯
	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের তদারকি ও পরিদর্শন না করায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়নি	-----
	ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে লাঞ্চ সাবসিডি ভাতা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি	২৫,৫৭,৪০০
	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থাপনার কারণে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক নন এমন ৮০ জন ব্যক্তির টাকা অনিয়মিত গ্রহণ	১,৬৯,৪১,৬৫০
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড		
৬	ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড এ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও তারল্য ঝুঁকি এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করে এফডিআর করায় কর্পোরেশনের বিনিয়োগকৃত টাকা ঝুঁকিপূর্ণ	৩৫,৪৩,১৩,২০৩
	বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ লঙ্ঘন করে প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ববর্তী মুনাফার উপর ৫% হারে অর্থ WPPF এ স্থানান্তর করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি	১৯,৫১,০৬,৮৯২
সর্বমোট		৭৫,৬৮,৭৬,৬৭৪
কথায়: (পঁচাত্তর কোটি আটষট্টি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ছয়শত চুয়ান্ন) টাকা মাত্র।		

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এবং সনদ প্রদানের অনুমতিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে অনিয়মিতভাবে ১৮,৫০,০০,০০০ (আঠারো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার আমানত ব্যক্তি হিসাবে জমাকরণ।

বিবরণ :

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, বড় মগবাজার, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এবং সনদ প্রদানের অনুমতিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে অনিয়মিতভাবে ১৮,৫০,০০,০০০ টাকার আমানত ব্যক্তি হিসাবে জমা করা হয়েছে।

সিয়াম শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং সনদ প্রদান ও বাতিলকরণ নথি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি “সিয়াম শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন ফাউন্ডেশন” এর অনুকূলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৪/০৭/২০১৪ খ্রি. তারিখে সাময়িক অনুমতিপত্র এবং ১৭/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে ৭৬৭ নং সনদ প্রদান করে। সাময়িক অনুমতিপত্র প্রদানের ৪নং শর্তানুযায়ী সঞ্চয় ও ঋণের অনুপাত সর্বোচ্চ ২০:১০০ হবে এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ২৯ ও অনুমতিপত্রের ৭নং শর্তানুযায়ী মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির নির্দেশনা ব্যতিরেকে কোনক্রমেই স্বেচ্ছা ও মেয়াদী আমানত গ্রহণ করা যাবে না।

কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে সনদ প্রদানের পর মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির কোন তদারকি না থাকায় মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এর ১৫/৪/২০১৯ খ্রি. তারিখের পত্র নং- ৫৩.০১.০০০০.০১২.০৮.০০১-১৯-১০০৭(৩) পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে “সিয়াম শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন ফাউন্ডেশন” ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী গ্রাহকদের কাছ থেকে ১৮.৫০ কোটি টাকা আমানত (সাধারণ সঞ্চয়, এফডিআর ও ডিপিএস) গ্রহণ করেছে। “সিয়াম শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন ফাউন্ডেশন” ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী গ্রাহকদের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করার পর আমানতের অর্থ প্রতিষ্ঠানটি তার ব্যাংক হিসাবে জমা না করে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহীর হিসাবে জমা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৯ (খ) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হবে-

- ক) দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দরিদ্র বিমোচন ও তাদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান ও বাতিলকরণ;
- খ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলার তথ্য সংরক্ষণ, নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণ বা সরেজমিন তদারকিকরণ।

সনদ প্রদানের পর মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির “সিয়াম শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন ফাউন্ডেশন” এর কার্যক্রমের কোনরূপ তদারকি না থাকায় প্রতিষ্ঠানটি উক্ত অনিয়ম সংঘটিত করেছে।

অনিয়মের কারণ :

- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৯ (খ) লঙ্ঘন।
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ২৯ লঙ্ঘন।
- সনদ প্রদানের অনুমতিপত্রের ৭নং শর্তের ব্যত্যয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান “সিয়াম শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন ফাউন্ডেশন” এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বর্তমানে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছেন। গত ২৪/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে অথরিটির নির্বাহী পরিচালক জনাব অজয় কুমার খাঁ এর সভাপতিত্বে এডহক কমিটির একজন সদস্য জনাব হাসিবুর রহমান (প্রধান নির্বাহী, প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি), “সিয়াম শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন ফাউন্ডেশন” এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

জনাব মাসুদ রানা, অথরিটির ১ জন পরিচালক এবং ২ জন উপপরিচালক এর উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনাব মাসুদ রানা গ্রাহকগণের নিকট হতে গৃহীত অর্থ ফেরত প্রদান করবেন মর্মে অঙ্গীকার করেন। এছাড়া নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

- ক) অর্থ ফেরত প্রদানের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দাখিল করবে;
- খ) কমিটি পুনর্গঠন করবে;
- গ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হতে পরিদর্শন করে সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে;
- ঘ) প্রধান নির্বাহীর ব্যক্তিগত জমি বিক্রি করে অর্থ পরিশোধ করবেন মর্মে অঙ্গীকার করেছেন;
- ঙ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি সার্বিক বিষয় বিবেচনাপূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;
- চ) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের DPS বা FDR আকারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করতে পারবেনা।

সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী জনাব মাসুদ রানা বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চলমান রেখেছেন মর্মে অবহিত করেছেন। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। আমানতকারীগণের অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে উল্লেখ করা হলেও উক্ত অর্থ ফেরত প্রদান না করা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে পারেনা বিধায় বিষয়টি গুরুতর অনিয়ম।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০২/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৪/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আমানতকারীগণের অর্থ ফেরত প্রদান করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম : মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ লঙ্ঘন করে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বার্ষিক ফি ও ভ্যাট আদায় না করায় ২৯,৫৭,৫২৯ (উনত্রিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচশত উনত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, বড় মগবাজার, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ লঙ্ঘন করে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বার্ষিক ফি ও ভ্যাট আদায় না করায় ২৯,৫৭,৫২৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অথরিটির সনদ প্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ফি আদায় সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৫২টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৭টি প্রতিষ্ঠান বার্ষিক ফি বাবদ ১৪,৩১,০৪৭ টাকা এবং মূসক বাবদ ২,১৪,৬৫৬ টাকা জমা দেয়নি এবং ৫টি প্রতিষ্ঠান বার্ষিক ফি বাবদ ১১,৪০,৭১৮ টাকা এবং মূসক বাবদ ১,৭১,১০৮ টাকা কম/আংশিক ফি জমা দিয়েছে। অর্থাৎ ৫২টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিকট বার্ষিক ফি ও ভ্যাট বাবদ ২৯,৫৭,৫২৯ টাকা অনাদায়ি থাকায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৮ অনুযায়ী সনদ প্রাপ্ত প্রতিটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত হারে বার্ষিক ফি বা অন্য কোন ফি কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রদান করতে হবে এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৫ এর সংশোধিত উপ-বিধি (২)(১) অনুযায়ী ন্যূনতম বার্ষিক ফি হবে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা। সাধারণ আদেশ নং- ০৬/মূসক/২০১৮ তারিখ জুন ০৭, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ এর অনুচ্ছেদ নং ২(১) এর ক্রমিক নং ৩৭ অনুযায়ী বার্ষিক ফি বাবদ ১৫% হারে মূসক কর্তন করতে হবে। কিন্তু মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৫২টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণক হতে প্রাপ্ত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক ফি বাবদ ২৫,৭১,৭৬৫ টাকা ও ১৫% হারে (২৫,৭১,৭৬৫ × ১৫% = ৩,৮৫,৭৬৪) ভ্যাট বাবদ ৩,৮৫,৭৬৪ টাকা সর্বমোট (২৫,৭১,৭৬৫ + ৩,৮৫,৭৬৪) টাকা বা ২৯,৫৭,৫২৯ টাকা অনাদায়ি থাকায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০১)।

অনিয়মের কারণ :

- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৮ পরিপালন না করা।
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৫ এর সংশোধিত উপবিধি (২)(১) সুস্পষ্টভাবে পরিপালন না করা।
- সাধারণ আদেশ নং- ০৬/মূসক/২০১৮ তারিখ জুন ০৭, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ এর অনুচ্ছেদ নং ২(১) এর ক্রমিক নং ৩৭ এর নির্দেশনা পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৫২টি প্রতিষ্ঠানের নিকট মোট অনাদায়ি ২২,৩২,৩৭১ টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান ৯৭,৬৭৮ টাকা জমা দিয়েছে, বাতিল পর্যায়ের ৯টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনাদায়ি অর্থের পরিমাণ ১,০৩,৫০০ টাকা এবং মামলা চলমান প্রতিষ্ঠান ২টির নিকট হতে অনাদায়ি অর্থের পরিমাণ ৭,০৩,৫৬৮ টাকা। এ হিসেবে নিয়মিত ৩৮টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনাদায়ি অর্থের পরিমাণ ১৩,২৭,৬২৫ টাকা মাত্র। উক্ত ৩৮টি প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক ফি ও ভ্যাট পরিশোধ করার জন্য অথরিটি হতে তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবের সপক্ষে কোন প্রমাণক সংযুক্ত করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০২/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৪/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অনাদায়ি বার্ষিক ফি ও ভ্যাট আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম : মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের তদারকি ও পরিদর্শন না করায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়নি।

বিবরণ :

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, বড় মগবাজার, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের তদারকি ও পরিদর্শন না করায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়নি।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এর লাইসেন্স শাখা ও সুপারভিশন শাখার তথ্যাদি নিরীক্ষায় দেখা যায়, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ২০০৬ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে মোট ৮০৬টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করে এবং এর মধ্যে বিভিন্ন অভিযোগ ও অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৩৩টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করে, যার হার ১৬.৫০%। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি ২০১৮ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ে ৭২টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করে এবং এর মধ্যে মাত্র ০৭টি প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে যার হার ১০%। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৯ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হবে-

ক) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান ও বাতিলকরণ;

খ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলার তথ্য সংরক্ষণ, নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণ বা সরেজমিন তদারকিকরণ।

কিন্তু মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক অল্প সংখ্যক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন ও বিধিমালা লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা হচ্ছে না। ফলে কোনো কোনো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছেনা। যেমন:

১) কুমিল্লা মিশন ফর ডেভেলপমেন্ট নামের একটি সংস্থা প্রায় ৭ হাজার গ্রাহকের আমানতের শত কোটি টাকা নিয়ে লাপাতা হয়েছে মর্মে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ।

২) মানিকগঞ্জে পাঁচ হাজার গ্রাহকের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে “গ্রামীণ শক্তি” নামের একটি প্রতিষ্ঠান উধাও মর্মে ২৭/০৪/২০১৪ খ্রি. তারিখে প্রথম আলো পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ।

৩) কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ না করে “নওজোয়ান” নামক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান পটিয়া এলাকায় প্রায় ৮০ জন ব্যক্তির নিকট হতে প্রায় ১,৬৯,০০,০০০ কোটি টাকা স্থায়ী আমানত গ্রহণ করেছে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ২৯ অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির পূর্বানুমোদনক্রমে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে গ্রাহকের নিকট থেকে মেয়াদী আমানত গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত আমানত গ্রহণ করে থাকে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির ফলো-আপ বা সরেজমিন পরিদর্শন না থাকায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করা বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়না। এতে একদিকে আমানতকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অন্যদিকে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। সুতরাং এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়নি।

অনিয়মের কারণ :

- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৯ লঙ্ঘন।
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ২৯ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সকল প্রতিষ্ঠানকে সনদ প্রদানের পূর্বে একাধিকবার সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। আবার সনদ প্রাপ্তির পরও প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরীক্ষা প্রতিবেদন, যান্ত্রিক প্রতিবেদন, পর্যদ সভার রেজুলেশন ইত্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে পরিদর্শন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন অনুমোদন প্রদানের (যেমন: মেয়াদী আমানত গ্রহণ, সামাজিক কার্যক্রমে ব্যয়, সম্পদ ক্রয়, ঠিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি) পূর্বে কিংবা বিশেষ প্রয়োজনে পরিদর্শন করা হয়। তবে জনবলের স্বল্পতা ও বিভাগ/জেলা পর্যায়ে অথরিটির অফিস না থাকায় নিবিড় পর্যবেক্ষণে সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে অথরিটির তদারকি কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানে বিভিন্ন সময় জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন বরাবর অথরিটির সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং বাতিলকৃত প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় অথরিটি কর্তৃক সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সাধারণতঃ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির জনবল বিবেচনায় প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব ও বুকের নিরিখে কোনো কোনোটিকে বছরে ০১ বার এবং অন্যান্যদের ২/৩ বছর পরপর নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন অভিযোগ, পত্রিকার সংবাদ, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির বিশ্লেষণ ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজন মার্কি পরিদর্শন করা হয়। বিভিন্ন সময় মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক ঝটিকা পরিদর্শনও পরিচালনা করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আপত্তিতে উল্লিখিত ক্ষুদ্রাঞ্চ প্রতিষ্ঠানগুলো মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হতে সনদ প্রাপ্তির পর মেয়াদী আমানত গ্রহণ করে আত্মগোপন করার অথবা আত্মসাৎ করার দায়দায়িত্ব মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এড়াতে পারেনা। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে আমানতকারীগণের স্বার্থ সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বিধায় বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০২/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৪/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আইন ও বিধিমালা অনুসারে নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বর্ণিত ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে লাঞ্চ সাবসিডি ভাতা প্রদান করায় ২৫,৫৭,৪০০ (পঁচিশ লক্ষ সাতাল্ল হাজার চারশত) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, বড় মগবাজার, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে লাঞ্চ সাবসিডি ভাতা প্রদান করায় ২৫,৫৭,৪০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এর বিল ভাউচার যাচাইকালে দেখা যায় যে, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃপক্ষ ২য় গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণকে লাঞ্চ সাবসিডি বাবদ প্রতিদিনের জন্য ২০০ টাকা প্রদান করে আসছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি ২য় হতে ১০তম গ্রেডের কর্মকর্তাগণকে অনিয়মিতভাবে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৩,৭১,০০০ টাকা এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ১১,৮৬,৪০০ টাকা সর্বমোট অর্থাৎ (১৩,৭১,০০০+ ১১,৮৬,৪০০) বা ২৫,৫৭,৪০০ টাকা প্রদান করেছে। ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ নং ২০ অনুযায়ী ১১তম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণ মাসিক ২০০ টাকা হারে টিফিন ভাতা প্রাপ্য হবেন। তবে যে সকল কর্মচারী তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে লাঞ্চ ভাতা অথবা বিনামূল্যে দুপুরের খাবার পান, তাদের জন্য উক্ত টিফিন ভাতা প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ তারা টিফিন ভাতা প্রাপ্য নন। আলোচ্য ক্ষেত্রে ১১তম স্কেল হতে ২০তম স্কেলের কর্মচারীগণ লাঞ্চ সাবসিডি প্রাপ্য। কিন্তু ২য় গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ কোনভাবেই লাঞ্চ ভাতা প্রাপ্য নন এবং দৈনিক ভিত্তিতে উক্ত ভাতা প্রদানের সুযোগ নেই। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি লাঞ্চ সাবসিডি বাবদ ২য় গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণকে অর্থ প্রদান করায় ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ পে-স্কেল এর অনুচ্ছেদ নং ২০ লঙ্ঘিত হয়েছে এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এর ২৫,৫৭,৪০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ০২)।

অনিয়মের কারণ :

ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ২০ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দুপুরের খাবার বাবদ লাঞ্চ-সাবসিডি হিসেবে একটি ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন সকল ব্যাংকে এই সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। একইভাবে জারিকৃত জাতীয় বেতনস্কেলে সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় প্রদত্ত হারে অথরিটির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লাঞ্চ ভাতা প্রদানের প্রস্তাবনা ৪২ তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে পরিচালনা বোর্ড অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় অথরিটির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকেও ২০০ (টাকা দুইশত মাত্র) হারে লাঞ্চ ভাতা প্রদানের অনুমতি দেয়। এ বাবদ খরচ অথরিটির নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ জাতীয় বেতন স্কেলের অতিরিক্ত কোনো ভাতা প্রদান করার পূর্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি বিধায় বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০২/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৪/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থাপনার কারণে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক নন এমন ৮০ জন ব্যক্তির ১,৬৯,৪১,৬৫০ (এক কোটি ঊনসত্তর লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা অনিয়মিত গ্রহণ।

বিবরণ :

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, বড় মগবাজার, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থাপনার কারণে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক নন এমন ৮০ জন ব্যক্তির ১,৬৯,৪১,৬৫০ টাকা অনিয়মিত গ্রহণ করা হয়েছে।

সনদ প্রদান ও সনদ বাতিল সংক্রান্ত নথি বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলোচ্য প্রতিষ্ঠান এর অনুকূলে অথরিটি কর্তৃক ১৬/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে সনদ ইস্যু করা হয়। যার সনদ নম্বর ০১০২২-০০৬২৯-০০১৬৮। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ০৯ এর (খ) (ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলার তথ্য সংরক্ষণ, নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণ বা সরেজমিনে তদারকিকরণ) অনুযায়ী সনদ প্রদানের পর অথরিটি (এমআরএ) নিয়মিত বিশ্লেষণ বা সরেজমিন তদারকি করবে। নিয়মিত তদারকি না থাকায় ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান নওজোয়ান এর প্রধান নির্বাহী মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২(১) লঙ্ঘন করে ১৭/০১/২০২১ খ্রি. তারিখে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি সনদ বাতিল ও স্থগিত কমিটির ২৯তম সভায় উপস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আলোচ্যসূচির মন্তব্য বুলেট নং- ০২ এ প্রতি ১,০০,০০০ টাকার বিপরীতে মাসিক ২,০০০ টাকা প্রদানের শর্তে পটিয়া এলাকার “নওজোয়ান” এর গ্রাহক নন ৮০ জন ব্যক্তির নিকট হতে ১.৬৯ কোটি টাকা সঞ্চয় (স্থায়ী আমানত) গ্রহণ করেছেন ও অন্য খাতে (রুটস এন্টারপ্রাইজ নামক প্রতিষ্ঠানে) ব্যবহার করেছেন। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২(১) অনুযায়ী কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান উহার কোন সদস্য ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হতে কোন আমানত গ্রহণ করিতে পারবে না। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২(৩) অনুযায়ী কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত খাত ব্যতীত অন্য খাতে আমানত ব্যবহার ও বিনিয়োগ করিতে পারবেনা। কিন্তু ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান নওজোয়ান এর প্রধান নির্বাহী উপর্যুক্ত আইন ও আইনের ধারাসমূহ লঙ্ঘন করে ১,৬৯,৪১,৬৫০ টাকা অনিয়মিত গ্রহণ করেছেন (বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০৩)।

অনিয়মের কারণ :

- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ০৯ এর (খ) লঙ্ঘন।
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২(১) এবং ৩২(৩) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান নওজোয়ান কর্তৃক গ্রাহকের অর্থ ফেরত প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি মোট ১.৬৯ কোটি টাকা মেয়াদী আমানতের মধ্যে ইতোমধ্যে ৯৬.৭০ লক্ষ টাকা ফেরত প্রদান করেছে মর্মে অবহিত করেছে। অবশিষ্ট ৭২.৭২ লক্ষ টাকা ২০২১ সালের মধ্যে ফেরত প্রদান করা হবে মর্মে অঙ্গিকার করেছে। অথরিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গ্রাহক স্বার্থ রক্ষার্থে অথরিটির জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। স্থায়ী আমানতের ৯৬.৭০ লক্ষ টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হলেও এর সপক্ষে কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আমানতকারীদের আমানতের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য জোর তদারকি গ্রহণ করা হয়নি বিধায় বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০২/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৪/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক মেয়াদী আমানতের সমুদয় অর্থ গ্রাহককে ফেরত প্রদান করা আবশ্যিক।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন
(বাংলাদেশ) লিমিটেড

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড এ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও তারল্য ঝুঁকি এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করে এফডিআর করায় কর্পোরেশনের বিনিয়োগকৃত ৩৫,৪৩,১৩,২০৩ (পঁয়ত্রিশ কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ তেরো হাজার দুইশত তিন) টাকা ঝুঁকিপূর্ণ।

বিবরণ :

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড, ঢাকা এর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড এ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও তারল্য ঝুঁকি এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করে এফডিআর করায় কর্পোরেশনের বিনিয়োগকৃত ৩৫,৪৩,১৩,২০৩ টাকা ঝুঁকিপূর্ণ।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর বিনিয়োগ ও তারল্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির ০৮/১১/২০১৬, ৩১/০৫/২০১৭ এবং ১৫/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখের কার্যবিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড এ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও তারল্য ঝুঁকি এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করে মার্চ/২০১৭ মাস হতে নভেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত ৮টি এফডিআর করা হয়, যা মে/২০১৯ এবং জুন/২০১৯ মাসে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর কর্পোরেশন হতে উক্ত এফডিআর নগদায়নে ১৯/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে পত্র দেয়া হলেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত হিসাব নগদায়ন করা হয়নি।

ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড এ বিনিয়োগের পূর্বে ফারমার্স ব্যাংকের আর্থিক অবস্থান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত CAMELS (C= Capital Adequacy; A= Assests; M= Management Capability; E= Earnings; L= Liquidity; S= Sensitivity) রেটিং বিবেচনা করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড এ বিভিন্ন অনিয়মের কারণে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড এ এফডিআর এর মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত অর্থ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও ফেরত পাওয়া যায়নি। বর্তমানে ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর নাম পরিবর্তন করে পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড নামে পরিচালিত হচ্ছে এবং উক্ত বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে পরিণত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- এফডিআর এর ১৯/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখের পত্রে নগদায়নের নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৫৩.০০.০০০০.৩৩১.০০৭.১৫-২৩৪, তারিখ: ২৫/০৮/২০১৫ খ্রি. মোতাবেক দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর সকল বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ব্যাংকটি Problem Bank হিসেবে এরূপ কোন তথ্য কর্পোরেশনের নিকট ছিল না। এছাড়া নিরীক্ষা আপত্তির প্রেক্ষিতে টেলিফোনে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে যোগাযোগ করে জানা গিয়েছে যে ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেডকে কখনও Problem Bank হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়নি। গভর্নর মহোদয়ের নির্দেশনামতে ব্যাংকের বাকি এফডিআরগুলো নবায়ন করার পরামর্শ প্রদান করেন। তারপরও উক্ত ব্যাংকের রক্ষিত এফডিআরগুলো হতে অর্জিত সুদ আদায় চলমান রয়েছে এবং এ পর্যন্ত মোট টাকা ৫.১৭ কোটি মাত্র সুদ বাবদ আদায়করত কর্পোরেশনের ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়েছে। জুন ২০২০ মাসে প্রায় টাকা ৭৫ লক্ষ মাত্র কর্পোরেশনের হিসাব জমা হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তির অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের জন্য গঠিত বিনিয়োগ ও তারল্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত নথিতে বিনিয়োগ ও তারল্য ঝুঁকি এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। বিনিয়োগের পূর্বে ফারমাস ব্যাংকের আর্থিক অবস্থান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত CAMELS রেটিং বিবেচনা করা হয়নি।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ১০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৫/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিনিয়োগ ও তারল্য ঝুঁকি এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনার জন্য সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যিক। ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ বিনিয়োগকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ববর্তী মোট মুনাফার ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে অর্থ Workers Profit Participation Fund (WPPF) এ স্থানান্তর করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১৯,৫১,০৬,৮৯২ (উনিশ কোটি একাল্ল লক্ষ ছয় হাজার আট শত বিরানব্বই) টাকা।

বিবরণ :

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড, গাজীপুর এর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ববর্তী মোট মুনাফার উপর ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে অর্থ Workers Profit Participation Fund (WPPF) এ স্থানান্তর করায় প্রতিষ্ঠানের ১৯,৫১,০৬,৮৯২ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক রিপোর্ট, বাজেট ইত্যাদি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধি-২৩৪ (খ) লঙ্ঘন করে প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ববর্তী মুনাফার উপর ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে অর্থ Workers Profit Participation Fund (WPPF) এ স্থানান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন এর বিধি, ২৩৪ (খ) অনুযায়ী প্রতি বছর শেষ হবার অনূন ৯ (নয়) মাসের মধ্যে, উক্ত বছরের নীট মুনাফার ৫ (পাঁচ) শতাংশ অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল ৮০:২০ অনুপাতে প্রদান করতে হবে।

উল্লেখ্য যে,

- এ বিষয়ে ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৩তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল ব্যয় বাদ দিয়ে মুনাফা হিসাব করে WPPF এ সংশ্লিষ্ট অর্থ স্থানান্তরের নির্দেশনা রয়েছে।
- কিন্তু দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ববর্তী মুনাফার উপর ৫% শতাংশ হারে ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ১৯,৫১,০৬,৮৯২ টাকা WPPF এ স্থানান্তর করা হয়েছে। যা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারার পরিপন্থী এবং উপরোক্ত অর্থ কর্পোরেশন এর ক্ষতি বিধায় উক্ত ক্ষতির টাকা আদায়যোগ্য (বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ৫)।

অনিয়মের কারণ :

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধি-২৩৪ (খ) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- হিসাব বিজ্ঞানের নীতিমালা অনুযায়ী মোট আয় থেকে খরচ/ব্যয় বাদ দেওয়ার পর যা থাকে তাই নীট মুনাফা/নীট আয়। মুনাফার সংশ্লিষ্ট ৫% বেতন, বোনাস ইত্যাদির মতো এই অর্থও আয়কর পূর্ববর্তী কোম্পানির একটি ব্যয় বা খরচ।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৯ম অধ্যায় অনুসারে কোম্পানির সমস্ত খরচ বাদ দেওয়ার পর অবচয় সমন্বয় ও আয়কর অধ্যাদেশে অননুমোদিত ব্যয় যোগ করে আয়কর নির্ধারণ করা হয়। কোন অর্থবছরে কোম্পানির হিসাবে মুনাফা হলেও অবচয় সমন্বয়ের কারণে আয়কর নির্ধারণের সময় মুনাফা নাও হতে পারে। আবার কোম্পানির হিসাবে মুনাফা না হলেও আয়কর নির্ধারণের সময় মুনাফা হতে উল্লেখ রয়েছে। এই তফসিলের ৪(২) অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হয়েছে যে, “শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল (Workers Participation fund) হতে উদ্ধৃত বা উদিত যে কোন আয়, কোম্পানির মোট আয় থেকে বাদ যাবে। আবার একই আয়কর অধ্যাদেশের ৬ নম্বর অধ্যায়ে অব্যাহতি ও ছাড়সমূহের বর্ণনা রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৪৪ অব্যাহতি (১) মোতাবেক যাহাই থাকুক না কেন এই অধ্যাদেশে, ষষ্ঠ তফসিলের পার্ট-এ অংশে বর্ণিত যে কোন আয় বা শ্রেণিভুক্তি আয় বা যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণিভুক্তি ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীনে কর প্রদেয় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে, সেখানে বর্ণিত সীমা, শর্তাবলী এবং বৈশিষ্ট্য অনুসারে এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে মোট আয় গণনাকালে বাদ দেওয়া হইবে”।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ২৩৪(খ) ধারা অনুযায়ী অর্থবছর শেষ হওয়ার ৯ মাসের মধ্যে WPPF এর অর্থ বন্টনের কথা উল্লেখ আছে। অন্যদিকে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী অর্থবছর শেষ হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিল করার কথা বলা হলেও আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সাথে সাথে আয়কর নির্ধারণ করা হয় না। আপত্তি নিষ্পত্তি ইত্যাদি কারণেও আয়কর নির্ধারণ বিলম্বিত হয়ে থাকে। এ সকল কারণে উক্ত ৯ মাসের মধ্যে আয়কর নির্ধারণ সম্ভব হয় না এবং আয়কর অধ্যাদেশের ৯৪ অনুচ্ছেদ মোতাবেক দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন ১(এক) বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করার কথা বলা হয়েছে। ফলে উক্ত ৯ মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন না হলে শ্রম আইনের উক্ত ২৩৪(খ) ধারা পরিপালন করা সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য কর্পোরেশনের আলোচ্য আইন বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন কর্পোরেশনে গিয়ে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তারাও আয়কর প্রদানের পূর্বে নীট মুনাফার ৫% শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলে বন্টন করছে। উল্লিখিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়টি বিবেচনা করতে অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ মোট লাভ হতে প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট ট্যাক্সসহ যাবতীয় ব্যয় বাদ দিয়ে নীট লাভ (Net Profit) নির্ধারণপূর্বক উক্ত লাভের ৫% WPPF এ স্থানান্তর না করা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধি ২৩৪(খ) এর লঙ্ঘন। এছাড়াও ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৩তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল ব্যয় বাদ দিয়ে মুনাফা হিসাব করে WPPF এ সংশ্লিষ্ট অর্থ স্থানান্তরের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ১০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৫/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ লঙ্ঘন করে Workers Profit Participation Fund (WPPF) এ স্থানান্তরিত অর্থ দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশনের তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

তারিখ: ২১.০৫.২০২১ বঙ্গাব্দ
০৫.০৭.২০২১ খ্রিস্টাব্দ



মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

এস এম রেজাউল
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট : ০১

অনুচ্ছেদ : ০২

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)
শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, গুলফেশা প্লাজা (৭ম তলা)
বড় মগবাজার, ঢাকা।
নিরীক্ষা সাল : ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছর

বিষয় : সনদ প্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বার্ষিক ফি ও ভ্যাট বাবদ অনাদায়ির বিবরণী :

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনাদায়ি বার্ষিক ফি	অনাদায়ি মূসক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
০১	সেতু	৪২১৪২৭	৬৩২১৪	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক ফি দাখিল করেনি
০২	হিউম্যান এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (হার্ড)	১০০০০	১৫০০	
০৩	গণ উন্নয়নে কেন্দ্র (জিইউকে)	২১২৬৯৭	৩১৯০৫	
০৪	হোমল্যান্ড এসোসিয়েশন ফর সোসাল ইমপ্রুভমেন্ট	২০০০০	৩০০০	
০৫	জিকেএস ফাউন্ডেশন	১০০০০	১৫০০	
০৬	“সৎ-ইচ্ছা” মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (সাইমাস)	৫০০০	৭৫০	
০৭	আজাদ উন্নয়ন সংস্থা (আউস)	১৫০০০	২২৫০	
০৮	নারী ও শিশু কল্যাণ ফাউন্ডেশন (এনএসকেএফ)	১০০০০	১৫০০	
০৯	সেবা মানব কল্যাণ (এসএমকেকে)	১৫০০০	২২৫০	
১০	উষা-ইউনিটি ফর সোশ্যাল এ্যান্ড হিউম্যান এ্যাকশন	২০০০০	৩০০০	
১১	নওজোয়ান	১০০০০	১৫০০	
১২	পল্লী অগ্রগামী সংস্থা (র্য়াক)	১০০০০	১৫০০	
১৩	“সেতু বাংলাদেশ”	১০০০০	১৫০০	
১৪	এ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট- এসিডি	১৫০০০	২২৫০	
১৫	একসেস টুয়ার্ড লাইভলিহুড এন্ড ওয়েলফেয়ার	১০০০০	১৫০০	
১৬	মুক্তি কল্পবাজার	১০০০০	১৫০০	
১৭	স্বনির্ভর বাংলাদেশ	১৫০০০	২২৫০	
১৮	হেলথ, এডুকেশন এন্ড ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট	১০০০০	১৫০০	
১৯	বন্ধন সংস্থা	২০৯৮৩	৩১৪৭	
২০	রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আরডিএফ)	১৬৮১০৩	২৫২১৫	
২১	জি,এল,ডি,পি, (গ্রোসরোট লেভেল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম)	৩৩৯২৩	৫০৮৮	
২২	শান্তি উদ্যোগ ট্রাস্ট -এসইউডি	২০০০০	৩০০০	
২৩	বানী (সমাজ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান)	১০০০০	১৫০০	
২৪	ইউনাইটেড সোসাল এডভান্সমেন্ট	১৫০০০	২২৫০	
২৫	দুঃকল্যাণ সংস্থা (দুকস)	১০০০০	১৫০০	
২৬	ত্রিবেদী মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	৫০০০	৭৫০	
২৭	আলোকন	৫০০০	৭৫০	

২৮	আলো মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (আলো)	১৫০০০	২২৫০	
২৯	থানাপড়া সোয়ালোজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি	১০০০০	১৫০০	
৩০	ইয়ং উইমেন্স খ্রীষ্টিয়ান এসোসিয়েশন	৬৪৯৩৭	৯৭৪১	
৩১	সেবা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	২০০০০	৩০০০	
৩২	মানব সেবা সংস্থা	১৫০০০	২২৫০	
৩৩	সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র	২০০০০	৩০০০	
৩৪	উত্তরায়ণ জনকল্যাণ মহিলা সমিতি	১০০০০	১৫০০	
৩৫	ডিজিটাল রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড রিসার্চ এসোসিয়েশন	২০৫০৯	৩০৭৬	
৩৬	মানব উন্নয়ন কর্মসূচী	২০০০০	৩০০০	
৩৭	পদ্মা-গড়াই মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	৩৬৯৬	৫৫৪	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক ফি দাখিল করেনি
৩৮	উদয়ন-বাংলাদেশ	৫০০০	৭৫০	
৩৯	অগ্রদূত ফাউন্ডেশন “AGROSUT FONDATION”	১০০০০	১৫০০	
৪০	অর্গানাইজেশন ফর সোসাল পিচ	১৫০০০	২২৫০	
৪১	সচেতন সাহায্য সংস্থা	২৯৭৭২	৪৪৬৬	
৪২	পল্লী সামাজিক কার্যক্রম সংস্থা	৫০০০	৭৫০	
৪৩	ইয়ুথ ইনিশিয়েটিভ ফর সোসিও ইকনোমিক এ্যাকটিভিটি	১০০০০	১৫০০	
৪৪	অর্গানাইজেশন ফর ডিফেন্ডিং ডি ডিসএবল (ডিডিও)	১০০০০	১৫০০	
৪৫	সিয়াম শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	১৫০০০	২২৫০	
৪৬	ইকো সোসাইটি (একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা)	৫০০০	৭৫০	
৪৭	Basundhara Foundation	১০০০০	১৫০০	
মোট		১৪৩১০৪৭	২১৪৬৫৬	

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনাদায়ি বার্ষিক ফি	অনাদায়ি মূসক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
০১	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন (বেইন)	২২২	৩৩	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আংশিক/কম বার্ষিক ফি দাখিল করেছে
০২	Proshika Manabik Unnayan Kendra	১১২০৪৯৫	১৬৮০৭৫	
০৩	দুঃস্থ মানব উন্নয়ন সোসাইটি (দুমাউস)	৫০০০	৭৫০	
০৪	Bangladesh Fellowship Foundation	১০০০০	১৫০০	
০৫	ওয়েসিস	৫০০০	৭৫০	
মোট		১১৪০৭১৮	১৭১১০৮	

অনাদায়ি বার্ষিক ফি- (১৪,৩১,০৪৭+১১,৪০,৭১৮)= ২৫,৭১,৭৬৫/-

অনাদায়ি মূসক- (২,১৪,৬৫৬+১,৭১,১০৮)= ৩,৮৫,৭৬৪/-

সর্বমোট: = ২৯,৫৭,৫২৯/-

(কথায়: ঊনত্রিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচশত ঊনত্রিশ টাকা মাত্র।)

পরিশিষ্ট : ০২

অনুচ্ছেদ : ০৪

মাইক্রোক্রেডিট রেন্টলেটরী অথরিটি (এমআরএ)
শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, গুলফেশা প্লাজা (৭ম তলা)
বড় মগবাজার, ঢাকা।
নিরীক্ষা সাল : ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছর

বিষয় : ১ম হতে ১০ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের অনিয়মিতভাবে লাঞ্চ সাবসিডি ভাতা প্রদানের বিবরণী :

ক্রমিক নং	সময়কাল	প্রদত্ত লাঞ্চ সাবসিডি	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	২০১৮-২০১৯ অর্থবছর	১৩,৭১,০০০	ব্যাংক বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি)
২	২০১৯-২০২০ অর্থবছর	১১,৮৬,৪০০	আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ নং ২০ অনুযায়ী ১১তম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণ টিফিন ভাতা / লাঞ্চ ভাতা প্রাপ্য কিন্তু ১ম হতে ১০ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ টিফিন ভাতা প্রাপ্য নন।
	সর্বমোট	২৫,৫৭,৪০০	
(কথায়: পঁচিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশত টাকা মাত্র।)			

পরিশিষ্ট : ০৩

অনুচ্ছেদ : ০৫

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)
শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, গুলফেশা প্লাজা (৭ম তলা)
বড় মগবাজার, ঢাকা।
নিরীক্ষা সাল : ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০

বিষয় : মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থাপনার কারণে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক নন এমন ৮০ জন ব্যক্তির ১,৬৯,৪১,৬৫০ টাকা অনিয়মিত গ্রহণের বিবরণী :

ক্র: নং	আমানতকারী নাম	গৃহীত টাকা
১	২	৩
০১	হাবিবুল্লাহ	৮৭০০০০
০২	সুফিয়া বেগম	১৮০০০০
০৩	রাজিব কুমার দাশ	২০০০০০
০৪	মোঃ আলী	১০০০০০
০৫	মেনোয়ারা বেগম	১০০০০০
০৬	রওশন আক্তার	৮০০০০০
০৭	রাধারানী দে	১০০০০০
০৮	নার্গিস আক্তার	১৫০০০০
০৯	দেব প্রকাশ দত্ত	৫০০০০০
১০	আফরোজা বেগম	২০০০০০
১১	মো: জনাব আলী	১৮০০০০
১২	মরিয়ম বেগম	১০০০০০
১৩	মরিয়ম বেগম	৫০০০০০
১৪	শামীম আক্তার	১০০০০০
১৫	আবুল কালাম	৪০০০০০
১৬	জেসমিন আক্তার	১২০০০০০
১৭	নূর নাহার করিম	৬০০০০০
১৮	মামুনু রশিদ	৫০০০০০
১৯	মো: দিদারুল আলম	৫০০০০০
২০	মোরশেদুল আলম ইলিয়াছ	৪০০০০০
২১	ফেরদৌস বেগম	২২৬৬৫০
২২	নর জাহান খানম	১০০০০০

২৩	সুজন দত্ত	১৮০০০০
২৪	মো: হোসেনুল হক	২৫০০০০
২৫	আবুল কালাম	১৪০০০০
২৬	মো: মাহবুল আলম	২০০০০০
২৭	বাবুল সেন	৪৫০০০০
২৮	তানজিন আক্তার	২৪০০০০
২৯	রোজিনা আক্তার	৫০০০০০
৩০	বেবি আক্তার	২০০০০০
৩১	সাইফুল ইসলাম	১০০০০০
৩২	সাবিনা ইয়াছমিন	২৫০০০০
৩৩	মরিয়ম বেগম	৫০০০০০
৩৪	নুরুল আফসার	১৬০০০০
৩৫	সুচরিতা চৌধুরী	১০০০০০
৩৬	সুপ্তি বড়ুয়া	২৫০০০০
৩৭	নিজাম উদ্দীন সিকদার	৩৯০০০০
৩৮	তৃপ্তি বড়ুয়া	৪০০০০০
৩৯	স্মৃতি কনা দে	৪০০০০০
৪০	আহমেদুল হক	৫০০০০০
৪১	মহিউদ্দীন	৩৫০০০০
৪২	মো: জাকির হোসেন	২৫০০০০
৪৩	জেসমিন আক্তার	১০০০০০
৪৪	মো: পিয়ারু	২৫০০০০
৪৫	সাইফুদ্দিন খালেদ	১০০০০০
৪৬	মো: লেদু মিয়া	২০০০০০
৪৭	মো: সাকিব	৫০০০০০
৪৮	শিরু আক্তার	৫০০০০০
৪৯	সত্যয়ন বড়ুয়া	১০০০০০
৫০	কাউছার আক্তার	১০০০০০
৫১	রয়েল ইলেকট্রনিক্স	১০০০০০
৫২	নুরুল করিম	৩৪০০০০
৫৩	রাশেদা আক্তার	১০০০০০
৫৪	সাজিয়া বেগম	৩৫০০০০

৫৫	নাজনিন আক্তার হিরু	১০০০০০
৫৬	ফাতেমা বেগম	৭৫০০০
৫৭	লাকি আক্তার	১৫০০০০
৫৮	সাহেরা বেগম	৪৫০০০০
৫৯	রাজিয়া বেগম	৫০০০০
৬০	সাইফুল ইসলাম	৫০০০০
৬১	সামানজা শাহরিন	৬০০০০
৬২	লাকি আক্তার	৫০০০০
৬৩	মোছা: দিলুয়ারা	১৫০০০০
৬৪	মো: শাহজাহান	৭৫০০০০
৬৫	আলী হোসেন	৫০০০০
৬৬	লক্ষী বড়ুয়া চৌধুরী	১০০০০০
৬৭	জুয়েল বড়ুয়া	১০০০০০
৬৮	শিরীন আক্তার	৫০০০০
৬৯	আহম্মদ হোসেন	২৮০০০০
৭০	স্নেহাশীষ	১০০০০০
৭১	মো: খালেদ	১০০০০০
৭২	আক্তার হোসেন	১০০০০০
৭৩	হোসেন খাঁন	২৫০০০০
৭৪	জসীম উদ্দীন	১৩০০০০
৭৫	রুমা আক্তার	১০০০০০
৭৬	ইউনুচ চৌধুরী	১০০০০০
৭৭	মরিয়ম বেগম	১০০০০০
৭৮	দিদারুল আলম	৫০০০০০
৭৯	সুলতান নাছিমা আজগর	১৫০০০০
৮০	ধীমান দেব	৭০০০০
সর্বমোট		১,৬৯,৪১,৬৫০
(কথায়: এক কোটি ঊনসত্তর লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।)		

পরিশিষ্ট : ০৪

অনুচ্ছেদ : ০৭

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড, গাজীপুর
নিরীক্ষা সাল : ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৮-২০২৯ অর্থবছর

বিষয় : বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধি ২৩৪ (খ) অমান্য করে প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্বর্তী মুনাফার উপর ৫% হারে অর্থ এ স্থানান্তর করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির বিবরণী :

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	মোট অতিরিক্ত বন্টন
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১	কর ও WPPF পূর্ববর্তী নীট লাভ	২৩১,৮৬,১০,২৮০	২৪৪,০০,২৪,০০০	১৯৪,০৫,৮২,৪৫১	১৯৪,২২,১৯,৭৫৮	১৭৬,৩৯,৯৪,৩৬৯	
২	আয়কর কর্তনের হার	৩৭.৫০%	৩৭.৫০%	৩৭.৫০%	৩৭.৫০%	৩৭.৫০%	
৩	ক্রমিক ১ অনুযায়ী আয়কর	৮৬,৯৪,৭৮,৮৫৫	৯১,৫০,০৯,০০০	৭২,৭৮,১৯,৬৬৯	৭২,৮৩,৩২,৪০৯	৬৬,১৪,৯৭,৮৮৮	
৪	কর পরবর্তী নীট লাভ (১-৩)	১৪৪,৯১,৩১,৪২৫	১৫২,৫০,১৫,০০০	১২১,২৭,৬২,৭৮২	১২১,৩৮,৮৭,৩৪৯	১১০,২৪,৯৬,৪৮১	
৫	কর পরবর্তী বন্টনযোগ্য ৫% WPPF (৪ এর ৫%)	৭,২৪,৫৬,৫৭১	৭,৬২,৫০,৭৫০	৬,০৬,৩৮,১৩৯	৬,০৬,৯৪,৩৬৭	৫,৫১,২৪,৮২৪	
৬	কর পূর্ব বন্টনকৃত ৫% WPPF	১১,৫৯,৩০,৫১৪	১২,২০,০১,২০০	৯,৭০,২৯,১২৩	৯,৭১,১০,৯৮৮	৮,৮১,৯৯,৭১৮	
৭	অতিরিক্ত বন্টন (৬-৫)	৪,৩৪,৭৩,৯৪৩	৪,৫৭,৫০,৮৫০	৩,৬৩,৯০,৯৮৪	৩,৬৪,১৬,৬২১	৩,৩০,৭৪,৮৯৪	১৯,৫১,০৬,৮৯২
(কথায়: উনিশ কোটি একাল লক্ষ ছয় হাজার আটশত বিরানব্বই টাকা মাত্র।)							

তারিখ : ২১.০৫.২০২২ বঙ্গাব্দ
০৫.০৭.২০২২ খ্রিস্টাব্দ

মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
এস এম রেজভী
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স
সেগুনবাগিচা ঢাকা।